

ভগবান শ্রী রাম এই ১৪টি স্থানে ১৪ বছর বনবাস কাটযি.ছেলিনে

ভগবান শ্রী রাম এই ১৪টি স্থানে ১৪ বছর বনবাস কাটযি.ছেলিনে --

(১) তমসা নদীর তীর --

মাতা সীতা এবং লক্ষ্মণের সাথে সুমন্ত্রের রথে চড়ে ভগবান শ্রী রাম বনবাসের সময় প্রথম তমসা নদীর তীরে পট্টা.ছেলিনে। এটি অযোধ্যা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থতি। ভগবান শ্রী রাম এখানে একরাত্রি শয্যন করছেলিনে।

(২) শৃঙ্গবরপুর --

এর পর ভগবান শ্রী রাম তনিন্দী পার হয়ে অযোধ্যার সীমান্ত পার হন। গঙ্গার শাখানদী গোমতী, বদেদ্রুতিও সান্দকি নদী পার হয়ে প্রয়াগরাজ থেকে ২০ থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থতি শৃঙ্গবরপুরে পট্টা.ছান। শৃঙ্গবরপুর ছিল নষিদরাজ বন্ধু গুহকের রাজ্য। গুহক অনুরোধ করছেলিনে এই নষিদ রাজ্যেই চট্টাদ বছর অবস্থান করত। কারণ নষিদরো বনে জঙ্গলে থাকত। সেখানে অবস্থান করলেও চট্টাদ বছরের বনবাসের শ্রুত পালন করা যত। কিন্তু নষিদ রাজ্য অযোধ্যার কাছাকাছি হওয়ায় ভগবান শ্রী রাম এখানে একদিন ই অবস্থান করছেলিনে। সারথি সুমন্ত্র নষিদ রাজ্য থেকে বদায় নলি নষিদরাজ গুহক নজি নটাকার মাঝি হয়ে শ্রী রাম, মা সীতা ও লক্ষ্মণ কে গঙ্গা পার করযি.দেয়িছেলিনে। গঙ্গা পার হয়ে শ্রী রাম, লক্ষ্মণ এবং মা সীতা প্রয়াগে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থতি হন। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁদের চত্রিকূটে থাকার পরামর্শ দয়ি.ছেলিনে।

(৩) চত্রিকূট --

সঙ্গম পরেযি. শ্রী রাম যমুনা নদী পার হয়ে চত্রিকূটে পট্টা.ছান। এই সেই জায়গা যখনে ভরত তার গুরু এবং সনোবাহিনী সহ বড় ভাই রামকে অযোধ্যা ফরিযি. নতি. এসছেলিনে। এখানেই শ্রী রাম তাঁর পাদুকা ভরতকে দয়ি.ছেলিনে এবং তনিতা রখেই রাজ্যের ভার গ্রহণ করছেলিনে।

(৪) ঋষি অত্রি আশ্রম --

চত্রিকূটের কাছে সাতনায় ঋষি অত্রি একটি আশ্রম ছিল। এখানেও শ্রী রাম কিছু সময় কাটযি.ছেলিনে। এখানেই ঋষি অত্রি স্ত্রী অনুসূয়ার আশীর্বাদ থেকে ভাগীরথী গঙ্গার একটি পবিত্র স্রোত বের হয়েছিল। এই স্রোত মন্দাকিনী নামে বখি.যাত। তাঁরা তাঁদের দণ্ডকারণ্যে থাকার পরামর্শ দয়ি.ছেলিনে।

(৫) দণ্ডকারণ্য --

শ্রী রাম দণ্ডকারণ্যে দশ বছরের বনবাস কাটযি.ছেলিনে। এটি ছিল সেই বনাঞ্চল যটেকে শ্রী রাম তাঁর আশ্রয়স্থল বানয়ি.ছেলিনে।

(৬) শাহদোল --

এরপর তনি শাহদোল অর্থাৎ অমরকণ্টকে যান। এই স্থানে একটি জলপ্রপাত আছে। যে জলাশয়ে জলপ্রপাত পড়ে তার নাম সীতাকুন্ড। বশিষ্ঠ গুহাও এখানে অবস্থতি।

(৭) অগস্ত্য মুনরি আশ্রম --

শ্রী রাম দণ্ডকারণ্য পঞ্চবটী অর্থাৎ নাসকি পট্টা.ছানোর পর। সেখানে তনি ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে কিছু সময় অতিবাহতি করেন। এই সময় ঋষি তাকে অগ্নিকুণ্ডে তৈরি অস্ত্র উপহার দেন। এই জায়গার সাথে জড়যি. আছে অনেক গল্প। এটা বখি.বাস করা হয়। যে পঞ্চবটী অর্থাৎ পাঁচটি গাছ (অশ্বত্থ, বট, আমলকী, বেল এবং অশোক) জানকী, রাম এবং লক্ষ্মণ নজি হাতে রোপণ করছেলিনে। এই স্থানেই লক্ষ্মণ শূরপাখার নাক কটে দেন এবং রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে খর-দুষণের যুদ্ধ হয়।

(৮) সর্বতীর্থ --

নাসকি থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে সর্বতীর্থ অবস্থিতি। এই স্থানে রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ হয়। এবং জটায়ুর মৃত্যু হয়। বনবাসের ১৩তম বছরে এই স্থানে সীতাকে অপহরণ করা হয়েছিল।

(৯) মাতা শবরীর আশ্রম --

সর্বতীর্থের পর সীতার সন্ধানে শ্রী রাম অনুজ লক্ষ্মণ সহ ঋষ্যমুক পর্বতে পৌঁছন। এরপর তিনি মাতা শবরীর আশ্রমে যান যা বর্তমানে কেরোলায়, রয়েছে। এই আশ্রমটি পম্পা নদীর কাছে অবস্থিতি।

(১০) ঋষ্যমুক পর্বত --

ঋষ্যমুক পর্বত ছিল বানরদের রাজধানী কশিকনিধার কাছে। এখানই শ্রী রাম ও লক্ষ্মণ হনুমান ও সুগ্রীবের দেখা পেয়েছিলেন, যারা সীতার সন্ধানে গিয়েছিলেন।

(১১) রামেশ্বরম্ --

সীতার সন্ধানে, মর্যাদা পুরুষোত্তম লঙ্কায়, আরোহণের আগে রামেশ্বরম্ ভোলনোথের পূজা করেছিলেন। এখানে তিনি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

(১২) ধানুশকোডি --

বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ আছে যে ভগবান শ্রী রাম রামেশ্বরম্ সামনে ধনুশকোডি নামক একটি স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। এটি ছিল সমুদ্রের সেই বিন্দু যেখান থেকে সহজেই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছানো যায়।

(১৩) নুয়ারা এলিয়া পর্বতশ্রেণী --

নুওয়ারা এলিয়া পাহাড়, থেকে প্রায় ৯০ কিমি দূরে বান্দ্রভলোর পাশে রাবণের প্রাসাদ ছিল। এই স্থানটি মধ্য লঙ্কার উচ্চ পাহাড়ের মাঝখানে ছিল।

(১৪) লঙ্কা --

ভগবান শ্রী রাম এবং লঙ্কাপতি রাবণের মধ্যে যুদ্ধ ১৩ দিন ধরে চলছিল। এরপর রাবণ বধের মাধ্যমে রাম-রাবণের যুদ্ধ শেষ হয়।

লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরবার পথে শ্রী রাম আবার রামেশ্বরম্ পৌঁছান, এরপর নাসকি থেকে প্রয়াগে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছে অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

এভাবে বনবাসের কালে উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, শ্রীলঙ্কা হয়ে আবার অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন দশরথ নন্দন।

জয়. সীতা রাম

(সংগৃহীত)